নভেম্বর ১৯৬০

মুদ্রক
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলকাতা ৩৭

প্রকাশক
শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার
সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা ৯

সূচিপত্র

উৎসর্গ

আদি গুরু ও শিক্ষক শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীকে

রামমোহনপুরের স্মৃতি

বড় ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম তোমাদের কাছে
বর্ষীয়সী মহিলাদের কাছে সমবেত শিশুদের কাছে
প্রার্থনায় দু-হাত তুলে নতজানু বলেছিলাম নম্র সুরে
ইতিহাস পড়া শেষ ক'রে সেবার আমি রামমোহনপুর গিয়েছিলাম
ভেবেছিলাম পুরনো মন বিকিয়ে দিয়ে নতুন মন কেনা যাবে
তুমি তখন ৩-টি বল নিয়ে হৃদয়ের গোপন খেলা খেলেছিলে
৩ জন বালকের সাথে

আমি পারি নি লুফে নিতে
ক্লান্তি নিয়ে গিয়েছিলাম ক্লান্তি নিয়ে ফিরে এলাম
সর্বস্বের সঙ্গে জড়িয়ে রইলে তুমি রামমোহনপুরের স্মৃতি।

রাত ২-টোর গল্প তোমার মনে পড়ে না আমার কিন্তু মনে পড়ে
দিদির চোখ বাঁচিয়ে ঘন-ঘন তাকিয়েছিলে নিপুণ ভাবে
আমি তো কোনোদিন হিপ-হিপ হুররে করি নি ফরওয়ার্ড খেলি নি
অফ-ব্রেক মারি নি বেদম জোরে জীপ হাঁকাই নি
ক্যামেরা কাঁধে ঘুরি নি টুইস্ট নাচি নি মত্ত হয়ে
শর্ট-রেঞ্জে কেঁপে ওঠে নি ভীরু পাখি
অথচ তুমি চেয়েছিলে বিরাট ব্লাডার নিয়ে শুকনো মাঠে খেলি
আমি কেঁদে ফেলেছিলাম রাত ২-টোর সময় তোমার হুইস্‌ল্ শুনে
ফাঁসি-দেওয়া মাঠে সিপাহীদের ডাক শুনে আমি চমকে গিয়েছিলাম
আমি বুঝি নি ১৮-বছরের ফুলে ফলে এত গূঢ় কাঁটা থাকে
ক্লান্তি নিয়ে গিয়েছিলাম ক্লান্তি নিয়ে ফিরে এলাম
সর্বস্বের সঙ্গে জড়িয়ে রইলে তুমি রামমোহনপুরের স্মৃতি।

জন্মদিনে

অযথা কেন ডাক দিয়ে গেলে কেন দেখালে অহেতুক ঐ প্রতিচ্ছবি
আমিই কি দেখতে চেয়েছি ভীতি-বিহ্বল দর্পণখানি ?
কঙ্কালে চমকিত হবো না আর
১৯৪৪ সালে কে কার ঘাতক হয়েছিলো কে দিয়েছিলে সময় দুপুর
১২-টা, ৩০শে এপ্রিল ?

চৌকাঠ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছি এত দীর্ঘকাল
অবলম্বন অন্তর্হিত প্রেতপ্রায় শূন্যে ভাসি
লীলায়িত বাহু নেড়ে ডাকো নি এখনও
রক্তে ঢালো নি হিম হাসি
১৯৪৪ সালে হত্যা করেছিলাম ২০ বছর হয়ে গ্যালো
প্রতীক্ষায় আছি।

জ্যোৎস্না ও শ্যামলীর হাসি

হৃদয়ের ওপর বিশাল জ্যোৎস্না আড়াআড়ি শুয়ে আছে
ঘুমন্ত হাতের মতো শিথিল দেহ
নিষ্ঠুর পিঠ যেন খোলা মাঠ
স্পর্শাতীত সূক্ষ্ম চুলে হাসি ঢেকে শুয়ে আছে।
আমি ঐ হাসির অর্থ বুঝি না, শ্যামলী, তুমিও তো
কতদিন শরীরের আবেগে শরীরের চেয়েও আবেগময়
চুলের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে হেসেছো ;
তোমার অথবা জ্যোৎস্নার ঐ হাসিই তো শিল্প—
আবার ঐ হাসিই মৃত্যু
কেননা ঐ হাসির চেয়েও দুর্বোধ্য স্থাপত্য আমি আর
কিছু জানি না।
তবে কি অনুতপ্ত ঘাতক আমি শবাধার ছুঁয়ে ব'সে আছি ?
আমি তো হৃদয়ের ওপর বিশাল জ্যোৎস্না আড়াআড়ি
আমি তার দেহ ছুঁয়ে ব'সে আছি।

ঘর

আমার এ ঘর চতুষ্কোণ, অন্ধকার
অনন্ত অন্ধকারে আমি সাঁতার কাটি, হামাগুড়ি দিই
এখানে হঠাৎ কোনো বিশাল ঘণ্টা বেজে ওঠে না
অন্ধকারের শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ এখানে নেই
অন্ধকারের সমুদ্রে আমি অজস্র প্রবাল, সবুজ দ্বীপ, মাছ
ও মৎস্য-নারীদের খুঁজে পাই
মৎস্য-নারীদের মতো আমি আলো দেখি না, তীর দেখি না।

থকথকে পচা কাদার মতো দুর্গন্ধ একবুক অন্ধকারে
গলা অবধি ডুবিয়ে আমি শুয়ে থাকি
চারিদিকে সমুদ্র, শ্যাওলা, সোঁদা গন্ধ,
স্যাঁতসেঁতে, শীতল ও ভেজা।
আমারই মতো দু-একটি শ্লথ ও মন্থর প্রাণী
যারা খুব নিঃশব্দে হাঁটে এবং অন্যের ক্ষতি করার
সাহস নেই যেমন শামুক, এখানে আমার সঙ্গে
বসবাস করে।
দ্বিতীয় কোনো লোক না থাকায় নিজেকে লক্ষ্য
ক'রেই আমার সমস্ত শাসন, আঘাত, অভিমান ও ভালোবাসা
বিষণ্ণ বোধ করলে নিজের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিই
নিজের সঙ্গে দীর্ঘকাল কথা বলি না।
সংগমের ইচ্ছা হলে নিজেকে জড়িয়ে ধ'রে সংগম করি
অন্ধকারের নর্দমায় আমি কীট হয়ে অন্ধকার খুঁড়ে খাই
অন্ধকারের সমুদ্রে অন্ধকার পান ক'রে বেঁচে থাকি
মৎস্য-নারীদের মতো আমি আলো দেখি না, তীর
দেখি না।

তুমিই আত্মীয় বুক, শাবল ও কঠিন আঁধার

কেন যে আত্মীয় বুক, শাবল ও প্রিয়তম কঠিন আঁধার ত্যাগ ক'রে
তোমার এখানে এই দীন হাঁটু মুড়ে ব'সে থাকা
কেন যে আলোর রাজ্যে এই নগ্ন নির্বাসন, কিছুই বুঝি না
গলা ছুঁয়ে দেখি লাল, খণ্ড ফিতা বেঁধে চ'লে গেছো
ইচ্ছার খুঁটিতে বাঁধা আমি তুমি জানো
তোমার দৈহিক ভঙ্গি পরাধীনতার মানে প্রেম।
মূর্খতার গুঁড়ো মেখে নিই প্রত্যহ সন্ধ্যায়
তোমাদের মুখ হতে মূর্খতার গুঁড়ো চেটে খাই
তোমার মায়ের গর্ব তাঁর আত্মীয়রা অভিজাত
আমার সম্ভ্রমবোধ তাঁকে প্রীত করে
আমি অমনি ঘাড়, মাথা বেঁকিয়ে দেখাই লম্বা জিভ
তোমার মায়ের নিরামিষ প্রেমে নেই বিরূপতা
তাঁর মত, নিজেদের গয়নার চেয়ে সততার দাম বেশি
চরিত্র খারাপ মেয়ে রুণুদির সাথে তাই কথা বন্ধ হলো তোমাদের
জ্বলন্ত দুপুরে তুমি নাচ শেখো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে
তুমি টেলিফোন-ঘরে পরপুরুষের ঠোঁট হতে খাদ্য নাও।

উষ্ণতা ও বিলাসের প্রতি প্রবণতা করে আমাকে নাকাল
পরম, একান্ত ইচ্ছা কবিতার মতো ওই বুকে ভেসে যাই
তোমার বিরক্তি আমি নই ঠিক সুযোগসন্ধানী
রেগে বলো তোমার যে নেই প্যান্থারের মতো গ্রীবা।

প্রত্যেক সন্ধ্যায় তুমি শরীরে মেখেছো কেরাসিন
বলেছো আগুন হয়ে, 'খেলা করো তবে'
অনুমতিপত্র নেই জেনে তুমি ব্যঙ্গে হাসো
লাইসেন্স দেখে অন্য যুবকের চিতা জ্বেলে দাও
তোমার হৃদয় ভিড়াক্রান্ত নিলামের খোলা কুঠি
জানি প্রাপ্য নও তুমি অস্তিত্বের দামে

বেদনার গুলতি ছিঁড়ে হাঁকি তবু : থামো
শিকল নাড়িয়ে বলি, মীরা, দোর খোলো
ষড়-ঋতু বেদনার শিকল নাড়াই
চিৎকৃত ক্ষুধায় ডাকি : তুমিই আত্মীয় বুক, শাবল ও কঠিন আঁধার
শরীরের কফিনের ঢাকা খুলে, মীরা, কিছু ওম আর নিবিড়তা দাও।

পিয়ানো কি সে খবর জানে

আজ আমাকে ঘিরে এত ঝ'রে পড়া কেন
বসন্তের সন্ধ্যার পিয়ানো কি সে খবর জানে
সুচারু পল্লব ছুঁয়ে শব্দের এমন নির্জন ঝ'রে পড়া
স্বপ্নের অতলান্তে হলুদ আলোর ঝ'রে পড়া
এক জীবন ব্যাপী অশ্রুর ঝ'রে পড়া
সময়ের বুকে
এক জীবনব্যাপী লোভ ও চক্রান্তের ঝ'রে পড়া
গোলাপের বুকে
ঝরারই প্রয়োজনে জলপ্রপাতের ঝ'রে পড়া
বুকের প্রান্তরে ছেঁড়া ফুল ও ভাঙা ঢেউয়ের ঝ'রে পড়া
অবিরল শোকের মতো শীতের বৃষ্টি
নক্ষত্রের ঝ'রে পড়া নির্জন কবরের উপর
আজ আমাকে ঘিরে এত ঝ'রে পড়া কেন
বসন্তের সন্ধ্যার পিয়ানো কি সে খবর জানে ?

তোমার গলার স্বর টেলিফোনের ওপাশে

তোমার গলার স্বর টেলিফোনের ওপাশে
আমার কেন যেন মনে হয় টেলিফোনের ওপাশে
গাঢ় অন্ধকার আছে
তারও ওপাশে তোমার গলার স্বর
হিংস্রতায় কাঁটা-চামচের মতো জ্ব'লে ওঠে
তিন মুখে তিন বিন্দু রক্ত
তিন স্থির চোখ তাকিয়ে আছে যেন
শ্যাম্পেনের মতো তোমার উগ্র হাসির হাতছানি
পিয়ানোর সামনে ব'সে-থাকা বাঘিনীর কথা মনে করিয়ে দেয়
তারও তৃষ্ণা আছে
যুবকের রক্তে সেও চোখের মণি রাঙিয়ে নেয়
তোমার গলার স্বর টেলিফোনের ওপাশে
রাশি রাশি সুদৃশ্য, উজ্জ্বল, কটুগন্ধময় নীলবর্ণ ফুল,
স্পর্শকাতর ওড়না, তৃষ্ণার রঙের পর্দা, কামনার
চেয়ে গাঢ় রক্তিম ডিভান ও
সিঁড়ির পাশের বিষণ্ণ শীতল স্তন-জোড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়
তোমার শরীর ডাক্তারের চেম্বারের মতো
সুবিন্যস্ত, জটিল ও দ্যুতিময়
আমি ঐ শরীরে তীব্র ভেষজ গন্ধ, বক্রমুখ পিপাসু ছুরি
ও রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ তুলো খুঁজে পাই
অথচ ওসব কিছুই আমার ভালো লাগে না
আমার বড়দিনে পিকনিক, কলকণ্ঠ হাসি
কিংবা প্রচুর স্বাস্থ্য ভালো লাগে না
ওষুধের গন্ধ-মাখা আধুনিকতা ভালো লাগে না আমার।

মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে

তোমাদের বাড়িতে ছিলো না সীমান্তপ্রদেশ
কাঁটাতার, গুর্খা কিংবা গোলাবারুদ
প্রসূতিসদনের দ্বার খোলা ছিলো রাত দুটো অবধি
তোমার মা সেদিন স্নেহে পাগলিনী প্রায়
ব্যাকুল বাঘিনীর মতো সাহসে তেজে আমায় স্তন্যপান করিয়েছিলেন
আমার তৃষ্ণার কান্না তাঁর শুকনো বুকের
দুকূল ছাপিয়ে দুধের বান ডেকেছিলো
অফুরন্ত হৃদয় ঝরেছিলো দুচোখের পাতা বেয়ে
তোমরা যা পাও নি আমি পেয়েছি সে সবই
আমি তাঁর গর্ভের চোরাকুঠুরিতে ভ্রূণের মতো লুকিয়ে বেঁচেছি।
তোমার শরীরের পাতায় পাতায় আমি খুঁজেছি তারই রক্তের দাগ
বুকের মধ্যাহ্ন আকাশে যৌবনের দীপ্ত জ্বালা
আমি তোমার সবুজ তলপেট জরায়ু আর হৃদয় খুঁড়ে-খুঁড়ে
ফিরে পেতে চেয়েছিলাম স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ।
কুসুমিত স্তন দুটির কাছে প্রার্থনা ছিলো
তোমার মায়ের কৈশোরিক গোলাপের ঘ্রাণ
অই সুড়ঙ্গেতে আছে তাঁর বালিকাবেলার অব্যবহৃত চোরাকুঠুরী
অথচ তুমি কোনোদিনই গর্ভধারণের মতো ঘনিষ্ঠ হলে না।

ঈর্ষায় রচিত কবিতা

তুই বিশ্বাস কর বিষ্ণু অন্য কোনো কারণে নয়
আমার মুঠোর ভিতর ঈর্ষার ছুরি
ছুরির ফলায় তোর দুই নক্ষত্র চোখ জ্বলে
ট্রাফিকের মতো দুই চোখ—
যেন এখনই শেষ ভূমিকম্প নামবে পৃথিবীর ওপর
রজনীগন্ধা হয়ে তোর দুই চোখ চিরকাল বিষণ্ণ
নিজের সমাধির পাশে
চোখ-শুদ্ধু গাঢ় লাল ছুরি তোর বুকের ওপর বসিয়ে দিই
অমন নরম বুক, কবিতার উইপোকায় খেয়ে গেছে
পবিত্র পাথরের মতো চুমু খাওয়া যায়
অন্য কোনো কারণে নয়—
নির্জন বৃষ্টির মধ্যে – তুই আমার চেয়েও দুঃখিত লোকের মতো
হেঁটে যেতে পারিস
কিংবা তোর দুই চোখ আমার দুই চোখের চেয়েও
অনেক বেশি সন্ন্যাসী
শুধু এই আক্রোশে হাতে ছুরি তোর ঘুমের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি—
কবিতার শত্রু তোর
এ-জন্মের ছুরির ফলায় ট্রাফিকের লাল গোলা সাঙ্ঘাতিক আলো
রজনীগন্ধার মতো দুই চোখের প্রতীক্ষা ছিঁড়ে ফেলে
এখন এসে দেখে যা কী-রকম অনুতপ্ত ঘাতকের মতো
হাঁটু মুড়ে ব'সে আছি।

মরুভূমি ও মায়াবী জ্যোৎস্নায়

কোনো দূর লাবণ্যহীন প্রান্তরে একটি বিষণ্ণ রমণী—
স্মৃতির মতো চুলগুলি ধীর ও শান্ত ছড়িয়ে থাকে সমস্ত মুখে
অশ্রুপাতে গান গায়—
অশ্রুপাত…অশ্রুপাতের চেয়েও মর্মান্তিক সংগীত আর কিছু নেই
এ পৃথিবীতে।

বিকেলের উদাস হাওয়ায় মরুভূমির লাল ধুলো
গম্ভীর সূর্যের দিকে উড়ে যায়—
আমার গলার খুব কাছাকাছি বেজে ওঠে
উটের গ্রীবার শান্ত ঘণ্টাধ্বনি

বড়ো শীতল আর ভয়ংকর নিস্তব্ধ ওই ঘণ্টার শব্দ
প্রেতিনীর অভিশাপের মতো সন্ধ্যার দুই কালো ডানা নেমে আসে
সমুদ্রের ঝড় বয়
বুকের ভিতর সমুদ্রের হাওয়ায় আড়াআড়ি হাড় ও
খুলিলাঞ্ছিত দস্যুর পতাকা পতপত শব্দে ওড়ে
মাথার ওপর ভয়ংকর মায়াবি চাঁদ নিষ্করুণ লাবণ্যে জ্ব'লে যায়
গোবি মরুভূমির ওপারে চিঙ্গিসের ধূসর হাড
সেই নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় প'ড়ে থাকে
দুঃস্বপ্নের মতো রক্তাক্ত অভীপ্সায় নেচে ওঠে আগুনের শিখা
সারি সারি নৌকার মতো পাল তুলে
দাঁড়িয়ে থাকে বেদুইনের সমাধি
আর তখন একটি বিষণ্ণ সাপুড়ে, কোনো একজন মূঢ় শিল্পীর
ঝাঁপিবদ্ধ আত্মা
আহত ফণার মতো বাঁশির শব্দময় আঘাতে আঘাতে
শিল্পের জাদুর বিরুদ্ধে ক্রন্দন করে
ক্রন্দন করে ও মুক্তি চায়   দূরে দাঁড়িয়ে বেদেনী দেখে
তার চূড়াবদ্ধ কেশের হিংস্র কুটিল ভঙ্গি দুলে ওঠে
পরাঙ্মুখ দাড়ির জঙ্গলে দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে সমুদ্রের ঝড়

বালুর গর্তে প'ড়ে থাকা নীলকান্তমণির মতো তার দুই চোখ জ্বলে
সে, একটি বিষণ্ণ সাপুড়ে, কোনো একজন মূঢ় শিল্পীর
ঝাঁপিবদ্ধ আত্মা
আহত ফণার মতো বাঁশির শব্দময় আঘাতে আঘাতে
শিল্পের জাদুর বিরুদ্ধে ক্রন্দন করে
ক্রন্দন করে ও মুক্তি চায়
দূরে দাঁড়িয়ে বেদেনী দ্যাখে।

আমি কোন্ লক্ষ্যের দিকে

আমি নিবৃত্ত নয় কিংবা সৈনিক
চাকার গর্জনে ঝ'রে পড়ে না স্ফুরিত আলোক
গভীর কোকিল ডেকে ওঠে না চোখের ভারি পাতায়
আমার নয় দ্রুততার থেকে আরো দ্রুততার দিকে স'রে যাওয়া
যেমন সুঁচের স'রে যাওয়া রক্তের ভিতর হৃদয়ের দিকে
হুঁকো হাতে ব'সে থাকবো প্রাচীন অন্ধকারে ত্রিকালদর্শী প্যাঁচা
উপায় নেই তারও
কেননা এখনো আছে লোভ
এখনো তৃষ্ণা আছে যদিও শরীরে নেই সে-রকম উত্থান
নিবৃত্ত নয় কেননা এখনো জীবনের দু-কস বেয়ে ঝ'রে পড়ে লালা
এখনো নিই নি ছিঁড়ে সমবায় সুতো
সুতরাং সৈনিক নয়
তীর ও তরণীর পাশে আমার শরীর গভীর আলস্যে শুয়ে থাকে
যেরকম তৃষ্ণার পাশে শুয়ে থাকে মাতালের হাত
আমি ঘৃণা করি স্রোতের চঞ্চলতাও
তবে কি আমি জন্ম-অন্ধ তীর
দু-চোখে বাঁধা জীবনের গাঢ় লাল সর্বনাশ
আমি কোন্ লক্ষ্যের দিকে
আমি কোন্ লক্ষ্যের দিকে!

এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা

কোনো বিদর্ভ নগরী আমার স্বপ্নের ভিতর জেগে ওঠে না
ইতিহাসে কোনো অর্থ নেই মূঢ়তা ও ভ্রান্তি ছাড়া
যে নারী আমাকে পথে বসালো তার ক্রূর হাসির ছাপ
লেগে আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়
আমি জানি মানুষের কোনো উত্তরণ ক্লিওর আঁচলে বাঁধা নেই
এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা ছাড়া কোনো সত্যের
অপেক্ষা আমি রাখি না
নরম বৃষ্টির মধ্যে একান্ত দুঃখিত লোকের মতন আমি
মাথা নিচু ক'রে হেঁটে যাই
গুলি না খেয়েও আমার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গিয়েছে
ফেঁসে যাওয়া হৃৎপিণ্ড দুহাতে চেপে ধ'রে আমার
রোজ রাতে বাড়ি ফেরা
পদধ্বনি মৃত্যুর মতন অতি গম্ভীর বেজে ওঠে ও দূরের ফুটপাথের দিকে
চ'লে যায়
নিঃসঙ্গতার কাছে এরকম ফিরে আসার নামই যদি ইতিহাস
তবে আমি নিশ্চয়ই ইতিহাস মানি
বীতশোক অশোক বা টায়ার সমুদ্র পারে কোনো প্রাসাদের খবর
আমার জানা নেই
আমার বিছানার পাশে বনলতা সেন নয় কোনো এক জলজ্যান্ত
পাপিয়া বসুর মণ্ডুকের মতো দুই স্তন ওৎ পেতে থাকে
শস্তা তেলের দুর্গন্ধে বিদিশার নিশা খুঁজতে গিয়েই আমি
অপ্রতিভ হেসে ফেলি
পায়ের নিচেই ক্ষুরধার রোদ, আমি বলতে পারি না আহা
বাইরে কি মনোরম বৃষ্টি
প্রেম আর স্মৃতি আমি উড়িয়ে দিয়েছি সিগারেটের ধোঁয়ায়
জ্বর আসে নি তবুও আমি জ্বরের ঘোরেই বাঁচি
মদের ঘোরে ভাঁড়ামো ক'রে আমার দুপুর কাটে
মাড়ওয়ারি দম্পতির নির্লজ্জ সংগম দেখে ছাদের ওপর
রাত্রির প্রহর পুড়ে যায়

ব্যর্থতা ও গ্লানির ক্ষুধায় হস্তমৈথুনের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েই
আমি পুনরায় ব্যর্থতা ও গ্লানির নিঃসীম তটে ফিরে আসি
খোলা ব্লেড দেখলেই তৃষ্ণায় আমার গলা জ্বলে
পাখার হুক দেখলে মনে প'ড়ে যায় সোনালি ফাঁসের কথা
এমন কি মায়ের মুখও চিনতে পারি না
মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, কে এই মহিলা
আমি এর শরীরের অংশ ছিলাম অথচ এর মনে নেই,
জানে না রোজ রাত ২টোর সময় আমার দুচোখের পাতা বেয়ে
তারই বুকের রক্ত ঝরে
মশারির পাশে ঘাতকের মতো চুপি-চুপি কে যেন এসে দাঁড়ায়
হাতে ছুরি অনিমেষ চোখ জ্বলে মুখের ওপর
বৃষ্টি আর কুয়াশার ল্যাম্প-পোস্টের নিচে বাইশ বছর
দাঁড়িয়ে আছি ভীষণ নিঃসঙ্গ
ঘাড় কাত ক'রে দেখে চলেছি দুঃখের যত কাটাকাটি খেলা
বৃষ্টি আর কুয়াশায় বাইশ বছর এরকম দাঁড়িয়ে থাকার পর
একদিন আমি ঘুমের মধ্যেই খুন হয়ে যাবো
এই বিমর্ষ ছবির নাম যদি ইতিহাস, তবে আমি নিশ্চয়ই ইতিহাস মানি
যে সৃষ্টি আর সভ্যতা আমার বুকের বাই‍রে গ'ড়ে উঠেছে
তার প্রতি আমার বুকের কোনো মায়া নেই
কলকাতা আর আমার এই নিঃসঙ্গ বিছানা ছাড়া কোনো সত্যের
অপেক্ষা আমি রাখি না।

এই মঙ্গলের দিন

আজ এই মঙ্গলের দিন কী এক ঘোর অমঙ্গল ভয়ে
আমার সমস্ত আঙুল ভীতা জননীর মতো কেঁপে ওঠে
তোমাদের শঙ্খের ধ্বনি এই নিষ্পত্র বুকের ভিতর
করুণ ফুঁ দিয়ে জীবনের শীতরিক্ত পাতাগুলো ঝরিয়ে দেয়।
যেন দূর দিগন্ত ভেঙে ছুটে আসে সন্ন্যাসীর আহ্বান
তোমাদের উলুধ্বনি•আর চুলের কলরবের স্রোতে
আমার দুই অসহায় চোখ বারবার করুণ পাক খেয়ে
হারিয়ে যায় ভীষণ নিঃসঙ্গ
বিবাহের হোম ছুঁয়ে দেয় তোমার কপাল
আমি দেখি তোমারই চিতা ঘিরে কয়েকটি বিষণ্ণ যুবক
উদাস স্বরে গান গায়
আগুনের সাতটি শিখা (গম্ভীর স্বরে বলেছিলো পুরোহিত)
আমি দেখি আগুনের সাতটি শিখায় তোমার সাতটি
স্বপ্নের শরীর ওই অচেনা পুরুষের আঙুলের ফাঁক দিয়ে
নীরব আহুতির মতো ঝ'রে পড়ে
এই মঙ্গলের দিন কী এক ঘোর অমঙ্গল ভয়ে
আমার সমস্ত আঙুল কেঁপে ওঠে ভীতা জননীর মতো।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে

ভিতর ও বাহির

আমি তো ক্রমাগত এ-রকমই ভিতর ও বাহির
জীবনের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে
রিটায়ারিং রুম
আমাকে বড়ো টানে ওই ঘর
আমি কোথায় প্রত্যাবর্তন করবো এখন
আমার কি বয়স হয়েছে
ওই ঘরের ওপর রেড-ক্রসের আড়াআড়ি লাল দাগ
তোমার উদাস কপালের ঘোর টিকার মতো
তীব্র নিশ্চুপ সর্বনাশে জ্বলে
আমার ভীষণ ভয় হয়
আমাকে কপাল ও কুমকুম দুইই বড়ো টানে
কিন্তু আমি কোথায় প্রত্যাবর্তন করবো এখন
আমি তো ক্রমাগত এ-রকমই ভিতর ও বাহির
জীবনের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে…

তুমি নারী, মা কিংবা প্রেয়সী

মা, তোমারই চতুর আঙুল বাজিয়ে দেয় স্বেচ্ছাচারী বাঁশি
আর দ্যাখ, ঐ সবুজ পতাকা কী ভীষণ হিংস্র গর্জন ক'রে ওঠে
দূরে একনিষ্ঠ জিঘাংসায় জ্বলে হারিকেন

যেন বা অন্ধকারে

ওৎ পেতে আছে দৃপ্ত রোমাঞ্চিত স্তন, অথচ তোমার স্তনে
আঘাত ছিলো না, কোমলতা ছিলো, আশীর্বাদ ছিলো
আমি কতদিন তোমার স্তনের মতো দুটি সেবাপরায়ণ

স্তন খুঁজেছি, তবু

মা, তোমার আঙুলে বাজে বাঁশি,
সবুজ পতাকা গর্জন ক'রে ওঠে, দূরে লাল হিংসায়
জ্বলে হারিকেন, গোটা বধ্যভূমি দুলে ওঠে।

তিন মিনিটের ফুর্তির বিনিময়ে তোমার চিৎকার ও রক্তপাত
চিৎকার ও রক্তপাতের বিনিময়ে তোমার কামনা ছিলো

আমার সংহার ও সফলতা

আমি তাই অর্জুনের মতো ভালোবাসা ত্যাগ ক'রে
প্রকৃত কর্মের জন্য প্রস্তুত হই
আমার বুকের ভিতরে সেই অতিপ্রিয় স্বর্গীয় বালক
সর্বস্বের মূল্যে যে রজনীগন্ধা জ্যোৎস্না ও বাঁশির স্বপ্ন দেখেছিলো
যে কখনো আঘাত কিংবা প্রতিবাদের কথা ভাবে নি
এবং ভঙ্গিটি ছিলো সব সময়েই বিনীত ও নতজানু
যার শরীরে ছিলো যবক্ষেতের গন্ধ, ভালোবাসা ছিলো

সমর্পণের ও বেদনার

মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত যার ক্রমাগত হারিয়ে যাওয়া দুটি চোখ
এমন একজনকে ছুঁতে চেয়েছিলো যাকে সে বলতে পারতো,

আমাকে নাও

অথচ যে কিছুতেই পথ-ঘাট মনে রাখতে পারতো না

ভয় পেতো আলো রক্ত ও সমুদ্র, যাকে তোমরা
ঘোড়দৌড়ের পোশাক পরিয়ে অপমান করেছিলে…
আমি তার অতি পবিত্র করুণ মৃতদেহ তোমার পায়ের কাছে রাখি।

দ্যাখ, ওর চোখের পাতা এখনো কেমন ভিজে আছে
বাঁ দিকের রক্তগোলাপ ছুঁয়ে গেছে হৃদয় অবধি।
নৃশংস হত্যার সাক্ষী মৈথুনাবেশে সিক্ত ঐ দুই
উচ্চাকাঙ্ক্ষী সাপ, যারা তোমার ললাটে চুমো খায়
তোমার সমস্ত শরীর বেজে ওঠে ভীষণ শব্দহীন, তুমি নারী
মাতা কিংবা প্রেয়সী, তুমি সম্রাজ্ঞী হ'তে চাও
সম্রাটের মাতা হ'তে চাও, রজনীগন্ধা ও শবের ওপর
তুমি প্রস্রাব করো এবং হেসে বলো 'এ তোমারই স্বার্থে'—

আমারই স্বার্থে না কি বাজে বাঁশি, গোটা বধ্যভূমি দুলে ওঠে
আমি তোমার পায়ের কাছে পবিত্র শিশুর মৃতদেহ রাখি।

সম্মিলন

পুড়ে যাই, নিজেরই ছায়ার আগুনে পুড়ে যাই
সারাক্ষণ
নিজেরই বাঁধ ভাঙা, ঘোলাটে নদীর জলে
ভাসিয়ে দিই ছোট ছোট কাগজের
নৌকো— যা আমার কবিতা।
ঐ তো দিকচক্রবাল কাঁপিয়ে ঝড় ওঠে—
আমার ব্যর্থ শরীরটি হাজার হাজার টুকরো
হয়ে মিশে যায় আমারই লেখা উড়ন্ত,
ছন্নছাড়া কবিতাগুলোর সাথে।

দুপুর বারোটা

কুট্রুন খাসনবীস, রোজ দুপুর বারোটার সময়
তোমার সমস্ত শরীর নৃশংস কাঁটার মতো বেঁকে যায়,
সময়ের ঠিক বুকের ওপর
গম্ভীর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার মতো বেজে ওঠে বারো বার
জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি আন্তর্জাতিক-রেখা
তখন বিলুপ্ত হয়ে যায়
জীবন একে একে বারোটি দুয়ার খুলে দিলে
মৃত্যু হো-হো শব্দে হেসে উঠে বন্ধ ক'রে দেয় বারোটি দুয়ার,
দুপুর বারোটার সময় তোমার শরীরে
জীবনের দুয়ারগুলি খুলে যায়
জীবনের দুয়ারগুলি বন্ধ হয়
আন্তর্জাতিক-রেখাহীন গর্ভের সুড়ঙ্গে অন্ধকার
হামাগুড়ি দিতে দিতে
২৩টি ৩০শে এপ্রিল ২৩টি বধ্যভূমির মতো পেরিয়ে যাওয়ার পর
১৯৪৪ সাল ৩০ এপ্রিল দুপুর
আমার পিঠ কুঁজো হয়ে ঠেকে যায়—
যন্ত্রচালিতের মতো গর্ভের সেই কঠিন দেয়াল ছুঁয়ে দিয়ে
আবার যখন আমি আরো নিঃশব্দ বছরের
রক্ত-পিপাসার দিকে হেঁটে যাই
১৯৬৭-সালের দুপুর বারোটায়, তখন তোমার শরীর
নৃশংস কাঁটার মতো বেঁকে গিয়ে
সময়ের ঠিক বুকের ওপর
গম্ভীর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার মতো বেজে ওঠে বারো বার
জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি আন্তর্জাতিক-রেখা
বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ভালোবাসাহীনতার কষ্ট

মাথার ওপর দিয়ে নীল পেটিকোট-খানা ছুঁড়ে ফেলে, শাস্তি, ওর
সমস্ত চুল বিপজ্জনক ভাবে খোলা, ঠোঁটে হিংসার চেয়েও
গাঢ় রক্ত, হাসতেই দুই চোয়ালে ঘষা লেগে শব্দ হয়, দুই
হাতে করতালি বাজাতে বাজাতে, শাস্তি, ওর সমস্ত চুল পিঠের
ওপর বিপজ্জনক ভাবে খোলা, একটা রাক্ষুসে কালীর মতো
ঝঞ্ঝাতাড়িত যোনিদেশ বিস্তার ক'রে ছুটে আসে
আমার সমস্ত শরীর থেকে রস শুষে নেয়
একটা পতঙ্গভুক বৃক্ষের মতো ওর তৃষিত ডালপালাগুলো
আপ্রাণ চেপে ধরে আমার শরীর
নাভিমূলে তীব্র বঙ্কিম কুঠারের আঘাত হানে
শব্দ হয়
ভালোবাসাহীনতার শব্দে চারিপাশের দেয়াল ফেটে পড়ে
শাস্তি গোঙায়, 'ক্ষণিকের অতিথি তুমি'
পরিশ্রম হয়
ভালোবাসাহীনতার পরিশ্রমে মেঝে থেকে দেয়াল অবধি বেঁকে যায়
আঘাতে আঘাতে বৃক্ষমূল থেকে রক্তের স্ফুলিঙ্গ ঝ'রে পড়ে
যাতনার অশ্রুর ধারায় শাস্তির তৃষিত কুঠার ভিজে যায়
ও তৃপ্ত হয়
আমি ওর ডালপালার জঙ্গলে একটা মৃত
পতঙ্গের মতো আটকে থাকি।

তড়িৎ ফেরে না

বুকের খুব কাছাকাছি বেজে ওঠে শীতের রাতের গান
ভোর তিনটের সময় উঠে আমি তাই পরিশ্রম-সাধ্য
ছুরি দিয়ে শব্দের শীষ কাটি
অন্ধকার টেবিলের ওপর শব্দের উজ্জ্বল নীল খোসাগুলি
স্তূপ হয়ে প'ড়ে থাকে
অবশ্য বাসনা ছিলো সন্ধ্যায় শোলার মুকুট
কীটদষ্ট শুঁড়ি হেসে বলেছিলো, নির্বোধ, তড়িৎ কি কখনো ফেরে
ফেরে না, লোভনীয় স্পৃহা হ'তে দূরে তাই দেশজ
মদের কাছে যাওয়া হলো
কেনা হলো পাতার চুরুট, কালিংপঙের চীজ ও দু-ফালি
পর্ক, দু-কোয়া রসুন
অবশ্য বাসনা ছিলো সন্ধ্যায় বুক হ'তে স'রে যাক সবুজ আঁচল
রমণীয় চিকুর হেসে বলেছিলো, নির্বোধ, যোগ্যতা কি আছে
যোগ্যতা নেই, স্নায়ু-ছেঁড়া ঘুমের কাছে চ'লে যাওয়া হলো
তরুণ সিংহের বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে শোনা হলো
তরুণ সিংহের প্রেমের কাহিনী, তার বংশের ইতিহাস
এখন বুঝি মিউনিসিপ্যালিটির গাড়িতে ফিরে আসে স্মৃতির কঙ্কাল
অন্ধকার টেবিলের ওপর দুঃখের রাত্রির বিষাক্ত খোসাগুলি
স্তূপ হয়ে প'ড়ে থাকে।

গোপন কার্তুজ

বড়দিনের ঠিক আগের সন্ধ্যায় সে তার লাল রিবন নাচিয়ে
বলেছিলো, ছোঁড়ো ঐ পিস্তল, বাবা, দেখি আমি
সেদিন বিকেলেই অবশ্য শেরিফ তাকে মুক্তি দিলেন
হতভাগ্য পিতা জানতো না যে পিস্তলে একটি মাত্র কার্তুজই
লুকানো ছিলো।

শেরিফ বোঝেন নি, কিন্তু আজ থেকে দু-বছর আগে—
যেদিন কাফে দ্য মনিকোর একটি নির্জন কেবিনে
আমি তনিমা ঘোষালকে খুন করি, সেদিন আমার কাছেও
একটি মাত্র কার্তুজই ছিলো, খেলাচ্ছলে আমিও ঐ পিস্তল
ছুঁড়েছিলাম, এর ঠিক দু-মাস দশদিন পর অনুরাধা সেন
তার বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে আমাকে হত্যা করলো
অনুরাধার কোলের ওপর আমার মাথা ছিলো
আমি ওর ছোট্ট ঝকঝকে সুন্দর পিস্তলখানা নিয়ে
অনেকক্ষণ খেলাও করেছিলাম, অনুরাধা জানতো না পিস্তলে
একটি মাত্র কার্তুজই ছিলো

শেরিফ, সেই হতভাগা পিতা, অনুরাধা সেন, এমনকি
তনিমা ঘোষালও বোঝে নি, কিন্তু আমি জানি
আমাদের ব্যক্তিগত পিস্তলের কোনো এক মারাত্মক খাঁজে
একটি মাত্র গোপন কার্তুজ লুকানো থাকে, খেলাচ্ছলে
আমরা পিস্তল ছুঁড়ি, ঐ কার্তুজ তখন আমাদের
অবদমিত ইচ্ছা নিয়ে খেলা করে।

রাহাজানি

মনোদীপ এইমাত্র সালিমাকে খুন করেছে। মনোদীপ কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাবে এবং প্রত্যেকবারই বেরুনোর আগে ও সালিমাকে এইভাবে খুন করে। আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না মনোদীপের অবর্তমানে যে সালিমা আমাদের সঙ্গে হাসে কথা বলে কিংবা দুঃখ পায় সে প্রকৃত না কোনো অনুকরণ যে-রকম মনোদীপ ফিরে আসার পর আমি বুঝতে পারি না যে বেঁচে ওঠে সে আসল সালিমা না নকল এইভাবে মনোদীপ যে-সালিমা বেঁচে রয়েছে তাকে খুন করে না যে-সালিমা ম'রে গেছে তাকে খুন করে এবং আবার বাঁচায় ?

মনোদীপ কিছুদিন হলো মেক্সিকো থেকে ফিরেছে আগামী বৃহস্পতিবার ও চ'লে যাবে সুন্দরবন মনোদীপ কলকাতায় বেশিদিন থাকতে পারে না। তাই ফিরে এসে যে-সালিমাকে ও দ্যাখে কিংবা যাওয়ার আগে ও যে-সালিমাকে হত্যা করে সে প্রকৃত না কোনো অনুকরণ এ ব্যাপারে মনোদীপ চিন্তিত নয় বিশেষ কেন না ওর হত্যাতেই আনন্দ।

নিরীহ একগুচ্ছ ধানের শীষের মতো সালিমা ছড়িয়ে রয়েছে ঘরময়। মনোদীপ ধানের শীষ নিয়ে খেলা করে ও ভাবে মেক্সিকোর দিনগুলোর কথা। প্রিয়ব্রত নাচে। প্রিয়ব্রত খুব দুঃখ পেলে কিংবা রেগে গেলে কিংবা উৎফুল্ল হয়ে উঠলে ওদের বাড়ির পোষা কুকুরটার মুখ থেকে লালা চেটে খায় এবং নাচে। আমি জানি না এই নাচ প্রকৃত না কোনো অনুকরণ।

আমি জানতাম ঐ মেয়েটি খুন হবে কেন না ওর পেটিকোটের লেসের ওপর ছিল অদ্ভুত ইঙ্গিতের কাজ।

এই সূক্ষ্মতা মৃত্যু বই আর কারুর নয় আমি সালিমাকে মানা করেছিলাম ঐ পেটিকোট পরতে।

আমি জানতাম ও খুন হবে।

লাল আলো সপাং সপাং চাবুক মারে পিঠের ওপর মোজাইকের টাইল বন্‌বন্‌ শব্দে ঘুরপাক খায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ রক্তের ভিতর আমি সহ্য করতে পারি না কিছুতেই তা সত্ত্বেও প্রিয়ব্রত লাথি মেরে মেরে ঘরের উত্তর কোণে বাঁধা রহস্যময় সবুজ ঘোড়াদুটোকে খেপিয়ে তোলে এবং আমি স্পষ্ট দেখতে পাই রাগে ফুলে উঠেছে ওদের নাসারন্ধ্র আর্থার আর্থার পিছন থেকে সমুদ্রের

নীল জল কি-রকম উঠে আসছে দ্যাখো ঝাপটা মেরে ; লাল আলো সপাং সপাং চাবুক মারে পিঠের ওপর মোজাইকের টাইল বন্‌বন্‌ শব্দে ঘুরপাক খায়।

প্রিয়ব্রত নাচছে, ঘরের ভিতর চিৎকার শুনতে পাচ্ছি আমি আর্থারের প্রচণ্ড চিৎকার নাচতে নাচতে প্রিয়ব্রত ওর শরীর থেকে হাড়গুলো খুলে ছড়িয়ে দিচ্ছে মেঝের ওপর নিয়নের আলোয় ওর হাড়গুলোকে সবুজ দেখাচ্ছে এখন নিয়নের আলোয় ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে দুটো সবুজ ঘোড়া এবং প্রিয়ব্রতর কপাল থেকে ঠকাঠক শব্দে অজস্র সবুজ পাথরের মতো ঘাম ঝ'রে পড়ছে আমার দু-পায়ের নিচে আমাদের দু-চোখের জল সময়ের সবুজ নদী, সে সভ্যতাকে নিহত মানুষটির গল্প শোনায়।

রেহাই দাও, এই বিধানের হাত থেকে রেহাই দাও আমায় ; কিন্তু কল্যাপসিব্‌ল্ গেটে আমার নখ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং প্রতিটি ভোজসভায় ডানা ঝাপটে ঘুরে বেড়াই আমি ঠোক্কর খাই এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়ালে এত জটিলতা আমি বুঝতে পারি না কোন্‌টা ঘর ও কোন্‌টা আকাশ ফলত প্রতিটি ভোজসভায় আমার ডানা উল্টে দেয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের আনন্দ এবং আমি এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়ালে

কল্যাপসিব্‌ল্ গেটের ওপাশ থেকে দেখি আকাশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে মেষ-শাবকের দল এবং হত্যা প্রকৃতির আনন্দ সুতরাং ভৃত্যকে বলি একটি মেষ-শাবকের গলা মুচড়ে হত্যা করতে আর তক্ষুনি হৈ হৈ শব্দে জেগে ওঠে প্রকৃতি ছত্রাখান হয়ে ফেটে পড়ে জ্যোৎস্না প্রিয়ব্রতও কোমর দুলিয়ে সাড়া দেয় এবং জাগ্রত প্রকৃতির সামনে রাখে কয়েক টুকরো হাড়, সময়ের নদী ভেঙে ফ্যালে তাৎক্ষণিকের জাদুঘর আর্থার চিৎকার ক'রে ওঠে ঘুমের ভিতর ও কিছুতেই ভুলতে পারে না নিহত মানুষটির গল্প— আমার ভালো লাগে না এ সমস্ত কিছুই তবুও কল্যাপসিব্‌ল্ গেটে আমার নখ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এত জটিলতা আমি বুঝতে পারি না কোন্‌টা ঘর ও কোন্‌টা আকাশ ফলত আমার ডানা ভেঙে দেয় মেয়েদের সুশৃঙ্খল খোঁপা কপালের টিপ রাঙিয়ে দেয় সমস্ত মুখ এবং আমি উপদ্রুত পাখি ক্রমাগত এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়ালে রেহাই দাও, এই বিধানের হাত থেকে রেহাই দাও আমায়

আর একজন সমস্ত কিছু লক্ষ্য করে। অদ্ভুত মেয়েটি ধবধবে শাদা লেসের ওপর দুরূহ লতাপাতা ও জটিল ইঙ্গিতের কাজ করে— অই সূক্ষ্মতা মৃত্যু বই কারুর নয় জানি আমি কিন্তু এই চলচ্ছবি প্রকৃত না কোনো অনুকরণ আমার জানা নেই।

গার্ড অফ অনার

অ্যাটেনশন্ সোলজার, সংগ্রামের
স্যালুট দাও
কেননা তুমি ছাড়া আর কেউই নেই তোমার
যে কিনা তোমাকে স্যালুট দিতে পারে
নিজের হাতেই নিজের পতাকা তুলে ধরো
পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে বিউগল বাজাও
সুদীর্ঘ কান্নার বিউগল
কেননা তুমি ছাড়া আর কেউই নেই এ পৃথিবীতে
যে কিনা নিঃসঙ্গ পতাকার নিচে ও-রকম গর্বের
বিউগল বাজাতে পারে

স্নানঘরে ব্যক্তিগত

তুমি বুঝতে পারো নি কি তোমার প্রয়োজন।
আয়নার সঙ্গে তুমি অনর্গল কথা বলেছো। প্রত্যেক বিকেলে তোমার
শরীর হালকা হয়ে গিয়েছে, এত হালকা যে তোমার মনে হয়েছে
তুমি উড়ে যেতে পারো। অট্টালিকার পর অট্টালিকা তুমি উঠে
গিয়েছো লাফ দিয়ে। স্নানঘরের জানালায় ব'সে থেকেছো হিম, চুপচাপ।
স্বচ্ছন্দ জল পড়া কিংবা চুলের কাঁটা তোমার ভালো লাগে নি একটুও।
তোমার জন্য খুলে গিয়েছে উল্টো দরজা, ব্যক্তিগত ঘোড়ার
পিঠে চেপে তুমি ছুটে বেড়িয়েছো দেয়ালময়। ঘুম পেলে, একটা লাল
মৌমাছি তাড়া করেছে তোমার ঘুম। বিড়াল ঝাঁপিয়ে পড়েছে
তোমার জেগে থাকার ওপর। ইয়ো-ইয়োর চাকার মতো জীবন তোমার
নাকের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে— দূরে চ'লে গিয়েছে আবার।
বৃথাই তুমি চেষ্টা করেছো জট ছাড়াবার, বৃথাই তুমি খুলে ফেলছো
সেফটিপিন।

এখন তুমি অপ্রস্তুতভাবে হাসতে হাসতে স্নানঘরে ফিরে যাচ্ছো।
যেখানে, তোমার সাথে দেখা হবে কাঠের ব্যবসায়ীর। তৈরি
হবে মন্ত্রী-সভা। স্নানঘরে, গম্ভীর তোপধ্বনির ভিতর
পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকবে তুমি।

জীর্ণ ছবি

হতাশার লোমে ভর্তি, কদাকার হাত
আমার গলা চেপে ধরে।
আমার কী দোষ?
আমি তো স্বেচ্ছায় আসি নি এখানে—
এই অর্থহীন, দুঃস্বপ্নে ভরা খেলার মাঠে।
হতাশার হাতের কালো গাঁটগুলি তবু
সাংঘাতিক উঁচু হয়ে ওঠে, চেপে ধরে
আমার গলা।

অন্ধ, প্রতিদিন অল্প অল্প ক'রে চোখের দৃষ্টি
ক'মে যায়, ছানি পড়ে।
অসময়ে ঘুম পায়—
মগজের ভিতরের ঘিলু প'চে যায় প্রতিদিন অল্প অল্প ক'রে।

আমার অন্য কোনো ভঙ্গি নেই;
শুধু একটিই। কপালে হাত দিয়ে ব'সে রয়েছি
একজন প্রৌঢ় তরুণ;
চোখদুটো একান্তই গৃহহীন, ভাঙা খড় এবং কুটোয় ভর্তি।

জুয়ো

মুখোমুখি ব'সে আছি, চোখের দৃষ্টি ভেঙে ফ্যালে হাজার আয়না, যে লোকটা নিঃসঙ্গ ও রাত্রিবেলায় শিস দেয় তার ধ্বনি আলোর রেখা হয়ে আমাদের দুজনের মাঝখানে কেঁপে ওঠে তুমি শরীরের থেকে খসিয়ে দাও রঙিন পালক গানের বৃত্ত ঘুরপাক খায় এবং হঠাৎ ফুঁসে উঠে দীর্ঘতম ছোবল মারে বুকের ভিতর ঐ বৃত্ত পেরুনো সম্ভব নয় জানি তবু রোজই আমার শপথ দেখে নিও কাল থেকে এই জঘন্য খেলা ছেড়ে দেবো কিন্তু আজ দৃষ্টি নামাতেও ভয় হয় টেবিলে ছড়ানো দুর্লভ মুহূর্তের অজস্র তাস একটু ভুল হলেই জুয়ারী ছুরি খেতে হবে।

আমাদের এই বাজি রাখা কিংবা অভিমান
বিজ্ঞজনেদের কাছে লুকিয়ে রাখি
বিজ্ঞজনও তোমায় লুকিয়ে রাখে, পুরনো হ্যামলেট
খেলার মাঠ ভ'রে গেছে জটিলতায়
প্রত্যেকেই ব্যর্থ হয় রহস্যময় বেলুনের কাছে
লক্ষ্যভ্রষ্ট বালক, তোমার ছুটি নষ্ট হলো
পার্থক্য, যুবরাজের ছিল হোরেশিও, আমাদের তাও নেই—

আমাদের নিয়ে প্রতিটি ট্রাম চ'লে যায় অন্ধকার গুমটির দিকে প্রতিটি সাবলীল হুইস্‌ল্‌ ভাঙা ব্রীজের দিকে ছুটে যায় তবুও মানুষ যানবাহন ভালোবাসে ব্যক্তিগত শকট ক্রমাগত ছুটে যায় পথিমধ্যে ভিখিরিদের জুয়ো খেলা হয়, কিছু খুন-খারাবি ও সন্তান প্রসবও হয়।

বালিকা

তার স্তন-দুটি ছিল একটি শান্ত, ছোট্ট দ্বীপ—
নদীর হালকা শরীর নিয়ে সে ঘুরে বেড়াতো
নিজেরই স্তনের চারিপাশে
দেহের বালু নিয়ে খেলা করতো আত্মমগ্ন বালিকার মতো
তার উরু দুটি ছিল একটি অকর্ষিত পশ্চাৎ-ভূমি
অনন্ত শৈশব এবং সারল্যে ভরা
মাছেদের সঙ্গে খেলা করতে ভালোবাসতো সে, চাইতো
যে তার খোলা জাং-এর ওপর
স্বাভাবিক, ছোট পাখিরা নেচে বেড়াক!
দস্তুর কুমীরের দল তাকে কামড়ে ধরতো বার-বার
মাছেদের ছদ্মবেশে এসে
প্রতিটি সংগমের সময় ব্যাকুল, ব্যথিত চিলের ঝটপটানি
এবং কান্নায় ভ'রে যেতো ঐ বালিকার শরীরের
অপ্রস্তুত, লজ্জিত দ্বীপ।

থুতু

মেশিনের চেয়েও নিখুঁত ভঙ্গি, ঠোঁট নড়লেই টকাটক শব্দ হয়
বাঁ-দিক টিপলে লাল, ডান দিক থেকে বেরিয়ে আসে নীল ফিতা
দুই চোখ পরিমাপক যন্ত্রের মতো খোলা, সদাই প্রস্তুত—
কিন্তু যখন তোমরা হাঁচো, সূক্ষ্ম ভাবে বের করো রুমাল এবং
ক্ষমা চাও…বিড়-বিড় ক'রে ক্ষমা চাও

থুতু
উজ্জ্বল, প্রক্ষিপ্ত থুতুর রাশি কী সুন্দর !
যারা মালা আনে ও সম্বর্ধনা জানায়
যারা বলে কর্মের জন্য উৎসাহের প্রয়োজন
আমি তাদের মুখের ওপর ছড়িয়ে দিই হীরক-খণ্ড
ছড়িয়ে দিই উজ্জ্বল থুতুর রাশি

চকচকে, প্রশস্ত টাকের ওপর হেঁটে যায় গুবরে পোকা
বুকের নিচেই লুটিয়ে থাকে দাড়ি, অন্ধকার লোভী মানুষের দাড়ি !
যখন ভাঙে ঘুম, তোমরা হুকুম দাও ঘোড়াকে জিন পরাবার—
তোমরা রাজ্য চালাও আর মোকদ্দমা করো
তোমাদের ঘোড়াগুলো, কুকুরগুলো পর্যন্ত শ্রীহীন এই
কারণে যে তোমরা প্রভু নও—ক্রীতদাসও নও ?

তোমরা মোকদ্দমার কথা ভাবো এবং খড়ুই দিয়ে
পরিষ্কার করো দাঁত
শোকসভায় গিয়ে বান্ধবীর উরুদেশ আঁকড়ে ধরো
যেমন তোমরা হেসে উঠছো টেবিলের ওপাশ থেকে
চোখ মটকে বলছো 'এই যে, আমাদের সেই
প্রতিভাবান তরুণ কবি'।

থুতু
আমি তোমাদের মুখের ওপর ছড়িয়ে দিই থুতুর নক্ষত্রমালা।

ক্ষুধা

তুমি আমার রক্তে প্রবল নিম্নচাপ জাগিয়ে তোলো
সারাক্ষণ জাহাজডুবি হয় আমার হাত ও পায়ের ভিতর
তুমি কি অন্তত একবার সৎ, প্রফুল্ল বৃষ্টি হয়ে
আমার শরীরের ওপর ঝরতে পারো না ?
তোমার গলার স্বর আমাকে সাপের ফণার মতো প্রহার করে
যখনই তোমার মুখ দেখি আমি চিৎকার ক'রে উঠি
—'ঢুকিয়ে দাও এই ক্ষুধিত বুকের ভিতর তোমার
মুখ সম্পূর্ণ, সবটা ঢুকিয়ে দাও।'

অবিশ্রান্ত

ভিখিরিদের লা-ইলাহা চিৎকারে ডুবে যায় পৃথিবীর নরক—
প্রত্যেকেই ও-রকম চিৎকার করে।
হাসপাতাল চিৎকার করে নিঃস্ব, কানা ভিখিরি হয়ে
জাহাজ চিৎকার করে, মোটরের হর্ন চিৎকার ক'রে ওঠে
দুঃস্বপ্নের ভিতর
রমণীর শরীরের সামনে ব'সে পুরুষ বোবা, হাবা, কানা
আর কালা হয়ে খোঁজে কিছু, চিৎকার ক'রে
শরীরে জলে মুখ রেখেই আতঙ্কে স'রে যায় দূরে—
ঠিকরে, ছুটে বেড়িয়ে যায়!
কোথা যায়? বাইরেও তো হাজার হাজার গ্রহ—ভিখিরি,
পঙ্গু, মলিন গ্রহ সব ঘুরে বেড়াচ্ছে অর্থহীন,
নিরব্যয় শূন্যতায়।

এইভাবেই ঘোরে।
আঙুল ঘোরে আঙুলের চারিপাশে
চোখের মণি ঘোরে
ইলেকট্রন, নিউট্রন এবং প্রোটনের চারিপাশে ঘুরে যায়—
ভিখিরিরা ঘোরে ভিখিরিদের চারিপাশে।

ছাই

মুখে গোলা নিয়ে ছুটি আঁধার কুকুর ;
কোথা যাবো! সফলতা করেছে সমস্ত পথ বন্ধ—
দীপ্ত অলংকার ঝোলে প্রতিটি দুয়ারে।
জিভে ধূমকেতু ; ব্যর্থ নক্ষত্র-কুকুর হয়ে ছুটে যাবো কোথা!
গর্ভ থেকে অর্থহীন গর্ভের আঁধারে ?

নিজেকে পুড়িয়ে থাক। মৃত্যু হয় খণ্ড-খণ্ড গলিত আকাশে :
যে বৃক্ষ আজন্ম নেড়া কি সবুজ তাকে দেবে মৃত্যু ?

অপচয়

স্তূপীকৃত—কাটা, খোলা, পরিত্যক্ত ডাব দেখে যেন ভয় পাই
একি অপচয় নাকি : লুপ্ত বাল্যকাল
বিগত রাত্রির একি মাতাল প্রহার ?
নিষ্কাশিত জল প'ড়ে আছি সেকি পথের নালায়— !
রম্য ডাস্টবিন হয়ে শুয়ে থাকে নারী
তবু ভাঙি, চুর হয় যত ডাস্টবিন
সমস্ত ডাবের ভাঙি তরুণ খোলস।

অন্তরঙ্গ দূরে

কে তুমি ভাসমান ঐ জগতে মাপো নিজেকে
ঝর্নার জঞ্জাল ভেঙে মঞ্জরিত ফুল পেতে চাও।
দীর্ঘতম নৌকা সেঁধিয়ে যায় বুকের ভিতর
আহ্বান। কিসের আহ্বান— কেন দূর থেকে
ছুটে এলো তেজী, ক্রুদ্ধ ঘোড়া!
অশ্বারোহী যে তাকে আমার জিজ্ঞাস্য : তোমার
কপালে আমি নিজেকে শিরস্ত্রাণ ভেবে বেঁধেছি কি?
প্রেম যে দূর মাথার হেল্‌মেট!
কেন ভাঙো! জীর্ণ শিকল, ঘুণ ধরা দুর্গের কাঠ থেকে
খসাও নিজেকে?
এসো; গন্ধ নাও— পুরনো বাগানে দাঁড়িয়ে থাকো
নিজের থেকে আপ্রাণ দূরে
গোলাপ ও প্রেমের থেকে অন্তরঙ্গ দূরে।

ব্যক্তিগত, কাটামুণ্ডের পুজো

মাথা, নিজেরই কাটামুণ্ড সাজিয়ে ব'সে রয়েছি পুজোয়—
তাহলে কিভাবে তোমাদের কাছে যাবো ?
হে দুর্গ ! হে পতাকা !
আমি যে সকল সিংহাসনের সামনেই লুটিয়ে
দিয়েছি নিজের মাথা, প্রতিটি
সম্রাজ্ঞীর চাবুকের নিচে ব'সে পড়েছি হাঁটু মুড়ে ; হে
অপার সমুদ্রের মতো নিষ্ঠুর, লোনা বিষাদ—
তোমার প্রতিটি ঢেউ যে আমারই হৃদয়ের উৎক্ষেপে তৈরি !
অই বিশাল গম্বুজের উচ্চতা তৈরি হয়েছে আমারই
কণ্ঠনালী দিয়ে।
অতি দূর শৈশব থেকেই আমি পাপী
অতি দূর শৈশব থেকেই আমি জ্ব'লে গিয়েছি, পুড়ে
গিয়েছি ধর্মের জ্বালায়।
কুকুর এবং দেহরক্ষীদের চিৎকারে ভ'রে গিয়েছে পিতৃত্ব :
মা, তোমার সুন্দর চিবুক আমার থেকে দূরে
চ'লে গিয়েছে ক্রমাগত।
রাত দুপুরে খোলা চুল, খোলা বুক সম্রাজ্ঞীর
আণবিক, ধ্বংসকারী চিৎকারের অর্থ আমি বুঝেছি।
তবুও পাগল, ধর্মপ্রচারক এবং ভিখিরিদের পৃথিবী— তাদের
ভাষা বুঝে নেওয়ার জন্য আমি ব'সে রয়েছি, দ্যাখো, মাথা
হেঁট, জানু ভাঙা।
এ জটিল পুজো ছেড়ে কিভাবে তোমাদের কাছে যাবো ?
হে অখণ্ড মন্দির ! হে পতাকা !

একজন ব্যর্থ লোক

কিছুতেই আজকাল মানুষের চোখের দিকে তাকাতে পারি না—
লজ্জা করে!
ভিতরে কেবলই প্রাসাদ ভেঙে পড়ে, কেউ শোনে না:
আমি সারাক্ষণ পঙ্গু, অথর্ব ঘোড়ার ডাক শুনি।
তাই, কিছুতেই আজকাল মানুষের, মানুষীর চোখের
দিকে তাকাতে পারি না।

আমার কপালে আঁকা রয়েছে পলাতক হরিণ
ও জেব্রাদের পায়ের ছাপ,
বিনা অপরাধেই যাবজ্জীবন সাজা হয়ে গেছে আমার:
ফাঁসিকাঠের পাটাতনের নিচে যে-রকম ভয়াবহ
শূন্যতা থাকে, আমার দু-চোখ সে-রকম শূন্যতায় ভর্তি।
তোমাদের দৃষ্টির ঠাণ্ডা পুকুরের কাছাকাছি এই ক্ষুধার্ত,
তৃষ্ণার্ত কয়েদির যাওয়া হলো না কিছুতেই।

থাকা

লিঙ্গ থেকে রক্ত নয়, বীর্য নয়, অশ্রু, গলা মোম ঝ'রে পড়ে
খেয়ে ফেলি পাকস্থলী, সর্বস্ব এবং হাঁটু
নিজের অস্বাস্থ্যে হয়ে উঠি স্বাস্থ্যবান্
হাত আছে— কিন্তু নেই তেমন হাতল
চোখ আছে— দৃশ্য নেই
লিঙ্গ আছে— শুধু নেই তেমন গম্বুজ
মেরুদণ্ড আছে ; কোথা আছে উত্থিত, কুপিত সাপ ?
সকল-ই আছে…
ঘুমিয়ে ও কুঁকড়ে আছে শীতের ভিতর
নোংরা, বিশ্রী ভাবে আছে।

রুগ্ন, ঘেয়ো প্রতিশ্রুতি

কিভাবে লুকিয়ে থাকো ?
কিভাবে জড়িয়ে থাকো ঘাড়ের ময়লা, কিংবা
চুম্বনের থুতু হয়ে প্রেম !— হে চক্রান্ত ?
মিথ্যা, ভুল সমুদ্রের ধার বিছানায় জেগে থাকে
শিখা ও আমার ঐখানে যাওয়া হলো না কিছুতে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝাউবন সুদীর্ঘ, নরম জ্যোৎস্না
কিভাবে মুড়িয়ে খায়
সরু সরু লম্বা দাঁত থেকে
চাঁদিনীর সস্নেহ, বিহ্বল আঠা কি-রকম ঝোলে
সে-সব কিছুই
আমার হলো না দ্যাখা।

চোখ দুটি জুড়ে আছে পাণ্ডুর, বিক্ষত চর
সেখানে দরিদ্র মুখ ব'সে যায় একান্ত গভীর
যেমন একদা
তোমার ওপর ব'সে যেতো সব গুঞ্জন— চাহিদা
জামার আস্তিনে আজ হু হু ঢুকে যায় হাওয়া
পিঠের ওপর দৃশ্যহীন বৃষ্টি ঝরে
অন্তর্গত জলের ভিতর ও কার নৃমুণ্ড ভাসে
মুখ কি রকম স্বাস্থ্যহীন, ভাঙা বাড়ি ?
চোখে কি-রকম ঝোলে লুণ্ঠিত জানালা ?

ঘেয়ো প্রতিশ্রুতি ডাকে !
বিছানায় জেগে ওঠে রুগ্ন ডায়মণ্ডহারবার
শিখা ও আমার ঐখানে যাওয়া হলো না কিছুতে
উজ্জ্বল আলোকে ভরা স্বাস্থ্যের ভূগোল জানি
পাবো না কিছুতে।

ম্যা জি ক

মাঝে-মাঝে শহরের রাখাল হয়ে চিৎকার ক'রে উঠি
মনে হয় জনতা একটি বিশাল গরু, আমি তার ল্যাজ
ধ'রে হ্রি-র-র-র...... ডাকি এবং পাচনি মারি।
কিংবা হয়তো অন্য কেউ আমারই ল্যাজ ধ'রে আমাকে
নিয়ে চলে কসাইখানার দিকে!

ভোর রাত্রে অজস্র সাপ চুমো খায় শিশুদের লিঙ্গে
চাঁদের থেকে গাধাদের বিরাট, ধূসর ডাক ভেসে আসে—
আমার দু-চোখ থেকে ঝ'রে পড়ে ক্ষুদে উকুনেরা
ময়লা, দুর্গন্ধ নর্দমায় ভ'রে যায় পেটের রাজধানী।

তবুও সকালে উঠে আকাশে যখন হাততালি দিই
এক একটি তালিতে উড়ে যায় হাজার হাজার
পাখি, কবুতর!
ওড়ে শিল্প! ওড়ে আস্পর্ধার ডানা! ওড়ে কবিতা!

গ্রাম, নগর এবং শরীর

কত আঁধার আছে তোমার শরীরে ?
কোথায় লুকিয়ে রয়েছে প্রাচীন কুঠি।
শরীরের ভিতর বাঁশ-ঝাড় কিংবা মন্দির থাকে
শরীরের ভিতর লুকানো থাকে পুকুর—
ছিপ হাতে অপেক্ষা করে বাতিকগ্রস্ত মানুষ ;
একই রমণীর শরীরে স্নান করে হাজার রমণীর শরীর !
কিংবা শরীরের ভিতর চায়ের ধোঁয়া ওড়ে—
জমে ওঠে সিগারেটের ছাই
বিচিত্র, লম্বা ক্যান্টিনের আওয়াজে ভ'রে যায় শরীরময়তা
ছাত্র ও বেকারদের ক্ষোভে স্তনের বৃন্ত আরো গভীর
বিষণ্ণ এবং কালো হয়ে ওঠে
পাগল ঐতিহাসিকের মতো আমি তোমার শরীর
খুঁড়ে তাই দেখতে চাই আজ সভ্যতার কি অর্থ ?
কি অর্থ আমাদের এই যাবজ্জীবন নির্বাসনের।

বা জ না

পিঠের দুর্গে ঘোড়া এবং উটেদের ক্ষুরের ধ্বনি
চলেছে বিরাট মিছিল— যুদ্ধে যাবো, যুদ্ধে যাবো আমি
পিঠের সেতুর ওপর হাতি এবং খচ্চরের পাল
গুরুগম্ভীর, বাজে ঢোল— যুদ্ধে যাবো, যুদ্ধে যাবো, আমি
সর্বাগ্রে যে থাকে ঐ দীর্ঘকায় পুরুষটি কে
হায় শৈশব ! তোমার আহ্বানে ওড়ে পতাকা
এবং যুদ্ধে যাবো
ঠাণ্ডা, শেষ-হীন যুদ্ধের ভিতর ঢুকে পড়বো আমি

সমকাম

আমি ঐ দেবশিশুকে খুন করতে চাই
ঐ তো লম্বা চুল তার ঝুলে পড়েছে
আরো লম্বা মুখ (চোখে গির্জা)
ঘাসের মতো দাঁত ওড়ে হাওয়ায়
আমি তার কেশর সরিয়ে তার ঘাড়ে চুমো খেতে চাই
চাঁদ ধ'রে, সূর্য ধ'রে আমি ডুবিয়ে দিতে চাই তার বুকের ভিতর
আমি এ-রকম কলকল্লোলময় আহ্লাদ ভরা আঁধারে— প্রেম—
নিজের কোমর জড়িয়ে ধ'রে, নিজেরই তরুণ বুকে মুখ গুঁজে
শুয়ে থাকতে চাই।

বর্ষা

নিজেকে আহার করো— এসো।
পান করো নিজের সমস্ত অনুতাপ ও গর্জন-মুখর বৃষ্টির ধারা ;
বিশাল কাতর ব্যাং ফুলে ওঠে হৃৎপিণ্ড জুড়ে।
কেন অপেক্ষায় থাকো ? কেন চাওয়া বহির্বৃষ্টি ?
অন্তর্বৃষ্টি ভরে দিলো যত দৃশ্যপট।
প্রবল, কুপিত ঝড়ে খুলে যায় ভিতরের ছাতা ;
নিহিত বন্যায় ডোবে চারিত্রিক খুঁটি।

প্রেমের কবিতা চুল আঁচড়ায় না

আমি যতগুলো কবিতা লিখেছি, তার মধ্যে যেটা
তোমাকে নিয়ে লেখা
প্রায়ই সেটার থুতনি ধ'রে নাড়িয়ে দিই
বিরাট উঁচু স্নেহে আমি হাত বুলোই তার খোলা,
ঝাঁকড়া চুলের ওপর
যা সে কখনও আঁচড়ায় না।
তার থুতু এবং লালা ভিজিয়ে দেয় আমার সবটুকু ভিতর
আমি ব'সে পড়লে সে আমার কোলের ওপর
মাথা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে
বেরুতে চাইলে সজোরে চেপে ধরে আমার প্যান্ট
আমি তার সুন্দর মুখের অর্থ বুঝি না— এমনই ভালোবাসি তাকে
এমনই তাকে নষ্ট করেছি আমি আদর দিয়ে।

স্তন

তোমার স্তনে হাত রাখলে মনে হয় যে একটা
ছোট্ট পাখি চেপে ধরেছি মুঠোর ভিতর ;
জোরে চেপে ধরলেই ম'রে যাবে—
আঙুলের ডগা বুলিয়ে বুলিয়ে আমি তোমার
স্তনের পালকগুলো খাড়া ক'রে তুলি !
স্তনের ঠোঁটের মুখে গুঁজে দিই মমতার ক্ষুদ এবং কুঁড়ো,
তখন খুশিতে ডাকতে শুরু করে তোমার স্তনদুটো—
ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়ায় আমার মুখ, কপাল, বুক
এবং ঘাড়ের ওপর !

অভিন্ন

এই তো আঁধার, চূর্ণ মুকুটের মাঝখানে
আমি লক্ষ লক্ষ কেউটে এবং কেউটে
সাপের বাচ্চা নিয়ে খেলা করি—
আমি কৃষ্ণ হয়ে নিজেই কেঁদে মরি কৃষ্ণের জন্য।
আমার বাঁশির শব্দে যে রাধা ছুটে আসে
সে যে দ্বিতীয় আমি
আমার ভিতর আমার মায়ের যে কন্যা র'য়ে গেছে
সেই বালিকার সাথে আমি প্রেম করি
মুহূর্তের কংস-বধ ক'রে বেঁচে রয়েছি আমি
পিতৃ-ভোগ্যা জননীদের প্রতি শিল্পের কৌতূহলে
মেতে উঠে, ব্যাধি এবং কুষ্ঠের জন্য অপেক্ষা
ক'রে রয়েছি আমি।

পাশবিক

তোমার ছায়া যখনই ঢুকে পড়ে এই বিশাল গর্তের
ভিতর, আমি ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিই ঐ ছায়া।
এখানে, এই পাশবিক গর্তের ভিতর আমি ঘুমিয়ে থাকি
নিজের থাবা, গায়ের উকুন এবং থাবার ভিতর
লুকানো প্রতিটি নখ ভালোবেসে।
দিনরাত্রি আমি পাহারা দিই নিজেকে
দিনরাত আমি ঐ পশুর গোঙানি, চিৎকার, সহ্যাতীত
ডাক এবং গর্জনের অর্থ বোঝার চেষ্টা করি।
ঐ দুর্বোধ্য জন্তুর প্রতি ঘৃণা এবং ভালোবাসা ছাড়া
আমার অন্য কোনো ঘৃণা অথবা ভালোবাসা নেই;
আমি তারই শরীরের গন্ধে বিহ্বল হয়ে ঘুমিয়ে থাকি—
তার কুটিল, হিংস্র নখ যখন ভিতরের মাটি চেপে ধরে, আমি
আর্তনাদ ক'রে জেগে উঠি।
ভালোবাসার উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিড়াল এই রুষ্ট, তৃপ্তিহীন
গর্তের ভিতর ঢুকে পড়লে
আমি ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিই ঐ বিড়াল।

নক্ষত্র, যুবক আর যুদ্ধ

কী ভাবো তুমি ?
আঁধার গির্জার মতো ব'সে কি-রকম নক্ষত্রের
কথা চিন্তা করো !
ঐ তো কাছেই ব'সে রয়েছে তোমার স্বামী—
তার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।
আমরা ব'সে রয়েছি— তুমি আমাদের জন্য চা
তৈরি ক'রে এনেছো।
গায়ে একটা লাল র‍্যাপার জড়িয়ে তুমি এসে
বসলে বারান্দার ওপর,
ও-রকম লাল চাদরে ঢেকে মৃত যোদ্ধাদের নিয়ে
আসা হতো গ্রীসের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।
হে আঁধার গির্জা— রক্তাভ চাদর—তোমরা ও-রকম
দূর থেকেই আমাদের ভালোবাসো।
কী ভাবো তোমরা ?
কি-রকম নক্ষত্র, যুবক আর যুদ্ধের কথা !!

কবি

আমি ঐ রূপবান্ যুবকের হঠাৎ, বিহ্বল উড়ে
যাওয়া দেখেছি
কফি-হাউসে, চায়ের দোকানে চুল সুদ্ধ, জুতো সুদ্ধ
আমি তাকে দেখেছি বায়বীয়, অর্থহীন লাফ দিতে।
আমি দেখেছি তাকে ঘিরে ধরতে আগুন—
পৃথিবীতে যা একমাত্র সত্য এবং খাঁটি জিনিস।
আগুনের হাত, আগুনের পা, আগুনের ঠোঁট
নিয়ে সে ঘুরে বেড়িয়েছে,
খেলা করেছে আকাশের খাঁচার ভিতর।
সে একজন প্রতিভাবান যুবক
সে একজন অসুস্থ, মিথ্যুক, নেশাগ্রস্ত মানুষ
আসলে, সে আগুনের বন্ধু এবং কবি।

স ন্ধা ন

শাবল-প্রতিম ছুঁড়ে দাও— ভাঙো, নিজেকে আঁধারে ;
অন্তঃস্থল খুঁড়ে দ্যাখো শরীরের ঘাম, চূর্ণ হীরা—
কোদাল চালাও, ভাঙো, খোঁড়ো গুপ্ত দেহের সমাধি।
পুরুষ কি অনিকেত ঝর্না তবে আর নারী পাথরের বোঝা ?
ভাঙো তবু ; ভাঙো তৃপ্তিহীন ঝর্না সব।
নাভিচক্রে দ্যাখো ভেঙে কুণ্ডলিত সাপ ;
চুম্বনের দাগ, ব্রণ, নিশ্বাস ও চোখের দেয়াল

তুমি কেন ভাঙো ?

প্রকৃত কঙ্কাল ? তাকে পাবে না কখনও !

কবিদের হাঁস ও নারী

বিশাল, অন্ধকার ঘন্টার মতো বাজে তোমার শরীর—
খুব ঠাণ্ডা শব্দ ছড়িয়ে পড়ে চারিপাশে (শব্দের হাওয়া কি মিষ্টি) ;
ইচ্ছা হয় মোটা, সবুজ, স্নেহময় ঐ ফল জড়িয়ে ধরি।
যে-রকম উদ্যানের বিশাল উরুর ছায়া আশ্রয় দেয়
ভিখিরি ও বেকারদের ;
তুমি কি আমাদের সে-রকম আশ্রয় দিতে পারো না ?
তুমি যদি কবিদের সমবেত উদ্যান হও তাহলে ক্ষতি কি !
দূরের সযত্ন বিল হয়ে তুমি প'ড়ে থাকো ;
কবিদের হাঁসগুলো আত্মনিবিষ্ট, অন্ধকার ডাকে
ভ'রে দেয় তোমার শরীরের অগাধ, নরম লাবণ্য।

সম্ভাব্য মৃত্যুতে

আমার হাত পুড়ে যাচ্ছে

পুড়ে যাচ্ছে বগলের খাঁজ

দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে আমার পিঠ, দাউ দাউ

ক'রে পুড়ছে আমার ঘাড়

আমার সকল পুড়ে যাচ্ছে

দারুণ মৃত্যুশোক দারুণ এই মৃত্যুশোক

আঁশটে গন্ধে ভ'রে গিয়েছে পৃথিবীর খাঁচা

কেন এই উন্মাদ, অস্থির পাখিটিকে একা রেখে গেলে

—নানি— !

কে আমার যত্ন নেবে ?

আমি আজ, দ্যাখো, ছিঁড়ে ফেলছি প্যান্ট

অভিসম্পাত দিয়ে খাচ্ছি নিজের থুতু

মেয়েরা হাসছে তাকাচ্ছে আমার দিকে

পুরুষেরা মারছে ঢিল

আমিও ঢিল মারি বারংবার ।

অশ্রুময় চিৎকারে ডাকি : কেন গেলে, এই

উন্মাদ, তোমারই দ্বারা নষ্ট পাখিকে কে প্রশ্রয় দেবে আজ ?

বৎসরান্তে কে দেবে আমায় সস্নেহ, ঝোল মাখানো ধুকি ?

কার দীর্ঘশ্বাস টের পাবো এই পুড়ে যাওয়া, ব্যর্থ

অস্তিত্বের আধো-জড়িত ঘুমে !

যেও না তুমি । ফিরে এসো......অন্তত প্রেতিনী

হয়ে তুমি ফিরে এসো আমার কাছে—

দারুণ মৃত্যুশোক দারুণ এই মৃত্যুশোক

তোমার প্রেতিনীও জীবন্ত মানুষের চেয়ে অনেক

সুন্দর যে আমার কাছে

তোমার প্রেম ছাড়া এই জ্বলন্ত, অগ্নিময় শিরশ্চূড়া কে

নেভাতে পারে বলো ?

রহস্যময় ছাপাখানা

কোথাও যেন আছে জটিল ও রহস্যময় এক ছাপাখানা
সকাল থেকে রাত অবধি কাজ চলে সেখানে
দুর্বোধ্য কালো অক্ষর ঝুলে থাকে—যেন ঝুলে থাকে নিহত শরীর
এই যন্ত্রের আমি কিছু বুঝি না
গল্প হাসি অথবা কাজ ছাপিয়ে হঠাৎ ছাপাখানার
দূরাগত টানা আওয়াজ শুনি
ভয়ে পুরোনো বঁটির মতো হই
বোবা আর কালা হয়ে ব'সে থাকি
নিষ্ঠুর ঝোলা অক্ষরে আমার ঘুম পর্যন্ত ছাপা হয়ে যায়—

দা ম্প ত্য

(সময় তালুকদারকে)

জিভ বারান্দায় ঝোলানো তারে টাঙানো হয় ; একটা ছোট্ট ক্লিপ
আটকে দি ওপরে। চোখ দুটো আমি আর বহন করতে পারি না,
বোতলের স্পিরিটের ভিতর ডুবিয়ে রাখি। অণ্ডকোষ দুটো বিশুষ্ক
ক্ষুদ্র এবং কঠিন ফলের মতো চিবুতে শুরু করি। পাকস্থলী,
উদর— এগুলো দিয়ে টেবিল সাজাই। হাওয়ায় মেলে ধরি
যকৃৎ…

ভয় ও দূরত্ব থেকে যায়। বাঁদিকের ফুসফুসে একটা ছোট্ট নিকোটিনের
দাগের ভিতর লুকিয়ে থাকো তুমি। জরায়ু, ত্রিবলী মাংসের ভাঁজ খুলে
নিজেকে দ্যাখো। নিরুপায় সংগম করি তিনবার চারবার অথচ
আমাদের পাকস্থলী, ফুসফুস এবং হৃদয় বায়বীয় যোজন দূরত্বে
থাকে।

মৃত্যুঞ্জয়

ঘরের খোলা খড়্গ আমাকে শোনালো তার অপূর্ব কাহিনী।
সে বলে : দ্যাখো আমার নৃত্য, আমার সংগীতে মুগ্ধ হয়ে যাও।
তরুণ প্রেম জড়িয়ে ধ'রে বিছানায় শুয়ে আকণ্ঠ মজ্জিত :
নিজের প্রতি সুতীব্র কাম আমাকে অন্ধ, বধির করেছে।
শাণিত খড়্গ, আমি তোমার কাহিনীর যে কিছুই শুনি না—
তুমি দ্যাখো, বিছানায় শুয়ে আছে মৃত্যুঞ্জয়! নির্লজ্জ দুপুরে
উদ্ধত খোলা শরীরে দীপ্ত নিজের তরুণ লিঙ্গে হাত রেখে।

শাদা ও কামার্ত দেয়াল

(মঞ্জুশ্রীকে)

দেয়াল আমাকে হঠাৎ শাদা তীব্র ঘুষি মারে
ঘুষি খেয়ে ফেটে যায় বিস্মিত চোখ
থ্যাতলানো মুখ এবং ভাঙা পাঁজর নিয়ে
ওঃ কি ভীষণ যে কান্না পায় আমার
ফুঁপিয়ে উঠে বলি : 'দেয়ালের শাদা আমাকে ক্ষমা করো'
কি রং তোমাকে দেবো—
আমার কাছে যে মুগ্ধ রমণীর ছবি নেই

শাদা বিড়াল হয়ে দেয়াল হঠাৎ লাফ দিলো
ধরলো চেপে কণ্ঠনালী
বুঝি যে তার শক্রতা ও রাগ সহজে মেটার নয়
কিন্তু আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না
যদি পৃথিবীতে কেউ বন্ধু থাকে তাহলে একটা
ছবি এনে দাও আজ আমাকে
রমণীর ছবি, দেয়ালের শাদা ক্রোধ যার বুকের আগুনে মিশে যাবে

মাতৃবন্দনা

তোমার স্তনের উৎসে মুখ রেখে শুষে নিয়েছিলাম দুঃখের কালো দুধ
সেই থেকে আমি বৃক্ষহীন নিজের ছায়ার গায়ে কুঠার মারি
তুমি ক্রোধে আজো আমাকে অভিশাপ দাও
আমি বারবার তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছি
প্রত্যেকবার নিজেরই চক্রান্ত আমাকে লজ্জা দিয়েছে
আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কাছে আমার পরাজয় চিরকালের
অপমান-বোধ আজ আমার দৃষ্টিশক্তি ধ্বংস ক'রে ফেলেছে
মগজের কোষ থেকে ঝ'রে পড়ছে ঠাণ্ডা অসহায় রক্ত
শরীরের দুঃখের ঋণ কি শোধ করা যায়
আমিই তো কিশোরীর ভয়ংকর স্তনে মুখ রেখে
শুষে নিয়েছিলাম দুঃখের বিষাক্ত ক্ষুরধার কালো দুধ